দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 20 MAR 2008 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 8

ারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষকে শিবির নেতাদের মকি ঃ মামলা প্রত্যাহার না হলে পরীক্ষা বানচাল

॥ রংপুর সংবাদদাতা ॥

রংপুর কারমাইকেল কলেজ অধ্যক্ষকে লা ও জিডি প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য শিবির তারা প্রকাশ্যে তার কক্ষে এসে পরীক্ষা বানচাল ার হুমকি প্রদান করেছে। মঙ্গলবার সকালে লজ অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. দীপকেন্দ্রনাথ দাসের র্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তারা ২ এপ্রিলের আগেই শিবিরের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা ও জিডি ্যাহার করে নেয়ার চাপ সৃষ্টি করে। অন্যথায় গামী ২ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় অনার্স প্রথম বর্ষের তিমূলক পরীক্ষা বানচাল করা হবে। কলেজ ত্র জানা যায়, ৬ ফেব্রুয়ারি কারমাইকেল লজে ইসলামি ছাত্র শিবির ক্যাডারদের ঘটানো ংসে ঘটনায় অধ্যক্ষ কোতয়ালী থানায় মামলা ালে পুলিশসহ একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার াধিক রিপোর্ট, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য, ঘটনার য় তোলা ভিডিও ফুটেজ দেখে তদন্তের পর ১৮ শিবির ক্যাডারের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল র। এদের মধ্যে ১৫ জনকে গ্রেফতারও করা । বর্তমানে তারা জেল হাজতে রয়েছে। লার বাকি ৩ আসামি এখনো পলাতক। মামলা য়ের পর থেকেই শিবির নেতাকর্মীরা নামে-নামে অধ্যক্ষ ড. দীপকেন্দ্রনাথ দাসকে মোবাইল ানে হত্যা, পোষ্টার ও লিফলেট প্রকাশ করে ানহানী করাসহ নানা রকম হুমকি প্রদান করতে ক। এরই প্রেক্ষিতে ২৫ ফেব্রুয়ারি অধ্যক্ষ কিদাতাদের মোবাইল নম্বরসহ কোতয়ালী উল্লেখ করেন। এর আগে ২০ ফেব্রুয়ারি প্রেরিত এক চিঠিতে অধ্যক্ষকে এক মাসের মধ্যে রংপুর ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে হত্যার হুমকি প্রদান করা হয়। এ ব্যাপারেও তিনি পৃথক একটি জিডি করেছেন। অধ্যক্ষ ড. দীপকেন্দ্রনাথ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মামলা ও জিডি আইনী প্রক্রিয়ায় হয়েছে, এটা প্রত্যাহার করে নেয়া সম্ভব নয়। মঙ্গলবারের ঘটনা তিনি প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানিয়েছেন। ওই ঘটনায় আজকালের মধ্যেই আরো একটি জিডি করা হবে।

উল্লেখ্য, ২ ফেব্রুয়ারি রংপুরে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর প্রতিবাদে এবং কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দাবিতে ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররা ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও গণিত বিভাগের সহকারি অধ্যাপকের বাসভবন, মাইক্রোবাস, কলেজ ক্যাম্পাসসহ আশপাশ এলাকায় ব্যাপক ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটায়। এ ঘটনায় ১০ পুলিশসহ ৫০ জন আহত হয়। এমতাবস্থায় কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ একাধিক শিবির ক্যাডারের বিরুদ্ধে জরুরি আইনে মামলা করেন।